দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 27 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, মান হ্রাস

লালমনিরহাট হইতে এস, এম, শফিকুল ইসলাম ।। জেলায় বিদ্যালয়-গামী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ও নানাবিধ কারণে মানসম্মত শিক্ষা হইতেছে না। কারণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে শিশুর পারিবারিক দৈন্যতা, গ্রামেগঞ্জে চরাঞ্চলে যোগাযোগের অব্যবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাব-পত্রের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের কাজে অব-হেলা, শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্কুল পরি-দর্শনে গাফিলতি এবং দুর্নীতি, সর্বোপরি পিতামাতা ও অভিভাবক-দের সচেতনতার অভাব।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছে

মেয়েদের আকৃষ্ট করিবার জন্য খেলা-ধুলা শরীর চর্চা কবিতা আবৃত্তি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা ভ্রমণ, বিতর্ক প্রতি যোগিতার কোন ব্যবস্থা নাই। জেলার গ্রামাঞ্চলের স্কুলসমূহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ছুটি হইয়া যায়। স্কুল পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতি-মাসে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্ম-

কর্তার ৬টি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার ১০টি এবং সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ১৫টি স্কুল পরিদর্শনের সরকারী নীতিমালা থাকা সত্বেও তাহা আদৌ বাস্তবায়িত হইতেছে না। শিক্ষা কর্মকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অফিসে বসিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পরিদর্শনের কাজ শেষ করেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এই ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষা কর্ম-কর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা জানান, এই জেলার ৩টি থানায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। একই ব্যক্তিকে একাধিক দায়িত্ব পালন

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

লালমনির হাটে

(৩য় পৃঃ পর)

করিতে হয়। সর্বোপরি সহকারী শিক্ষা অফিসারদের কোন যানবাহন নাই। সামান্য টি,এ বিল দিয়া মাসে ১৫টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা মোটেই সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষকেরা তাহা-দের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছেন না।

শিক্ষকদের অবহেলা উদাসীন-তার কারণে সরকারী নীতিমালা মোতাবেক প্রতিদিনের পাঠ্যসূচী স্কুলসমূহে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ থাকিলেও তাহা বাস্তবায়িত হইতেছে না। অর্থাৎ জেলার অধিকাংশ প্রাথ-মিক বিদ্যালয়ে পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।

জেলায় ৩ শত ২টি সরকারী এবং ২ শত ৬৫টি বেসরকারী রেজি-ষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তাহাছাড়া আন-রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট ও বেসরকারী সাহায্যকারী সংস্থা পরি-চালিত ৩ শতাধিক স্কুল রহিয়াছে। এই সকল স্কুলে বর্তমানে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার শিশু লেখাপড়া করি-তেছে বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে জানা গিয়াছে।